

3476 - ঝাড়ফুঁকরে ফযলিত ও ঝাড়ফুঁক করার দযোসমূহ

প্রশ্ন

কোন ব্যক্তি নজিহে নজিকহে ঝাড়ফুঁক করার ফযলিত কী? এ সংক্রান্ত দলিলগুলো কী কী? নজিহে নজিকহে ঝাড়ফুঁক করার সময় কী বলবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

১। কোন ব্যক্তি নজিহে নজিকহে ঝাড়ফুঁক করতে কোন বাধা নাই। যহেতে সটো করা তার জন্য মুবাহ (বৈধ); বরং উত্তম সুন্নত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নজিহে নজিকহে ঝাড়ফুঁক করছেন এবং তিনি তাঁর কোন কোন সাহাবীকেও ঝাড়ফুঁক করছেন।

আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন অসুস্থতা অনুভব করতেন তখন তিনি নজিহে উপর মুআওয়যিত (আশ্রয়ণীয় সূরাগুলো) পড়ে ফুঁ দতিনে। যখন তাঁর ব্যথা তীব্র হল তখন আমপিড়ে তাঁকে ফুঁ দতাম এবং তাঁর হাত দিয়ে মাসহে করতাম; তাঁর হাতের বরকতের আশায় [সহিহ বুখারী (৪৭২৮) ও সহিহ মুসলিম (২১৯২)]

পক্ষান্তরে, সহিহ মুসলিম (২২০)-এ উদ্ধৃত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এই উম্মতের সত্তর হাজার লোক যারা বনি-হসাবে ও বনি-শাস্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন: "তারা ঝাড়ফুঁক করে না, ঝাড়ফুঁক করে জন্য অন্যরে দ্বারস্থ হয় না, কুলক্ষণে বিশ্বাস করে না; বরং তারা তাদের রব্বের উপর তাওয়াক্কুল করে"।

"তারা ঝাড়ফুঁক করে না": এ কথাটি বর্ণনাকারীর প্রমাদ; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন কথা বলেননি। তাই ইমাম বুখারী (৫৪২০) এ হাদিসটি বর্ণনা করছেন; কিন্তু এ অংশটি উল্লেখ করেননি।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন:

"তিনি এ লোকদের এ জন্য প্রশংসা করছেন যে, "ঝাড়ফুঁক করে জন্য অন্যরে দ্বারস্থ হয় না" অর্থাৎ অন্যকে বলে না যে,

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

আমাকে ঝাড়ফুঁক করুন। ঝাড়ফুঁক দোয়া শ্রুণীর আমল। তাই তারা কারো কাছে এটি তিলব করে না। এ হাদিসে "তারা ঝাড়ফুঁক করে না" এমন কথাও বর্ণিত আছে। কিন্তু সটো ভুল। যহেতু নজিরো নজিদেদেরকে ঝাড়ফুঁক করা কথিবা অন্যদেরকে ঝাড়ফুঁক করে দেওয়া নকে আমল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নজিহে নজিকে ঝাড়ফুঁক করতেন এবং অন্যকেও ঝাড়ফুঁক করতেন; কিন্তু তিনি ঝাড়ফুঁক করার জন্য কাউকে অনুরোধ করতেন না। নজিহে নজিকে ঝাড়ফুঁক করা ও অন্যকে ঝাড়ফুঁক করা নজিরে জন্য ও অন্যরে জন্য দোয়া করার অন্তর্ভুক্ত। তাই এটি আদর্শিত বশিয়। কেননা সকল নবী আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন, তাঁকে ডেকেছেন; যমেনটি আল্লাহ তাআলা আদম (আঃ), ইব্রাহিম (আঃ), মুসা (আঃ) ও অন্যান্য নবীদের ঘটনায় উল্লেখ করছেন।" [মাজমুউল ফাতাওয়া (১/১৮২)]

ইবনুল কাইয়্যামে (রহঃ) বলেন:

"এ কথাটি হাদিসের মধ্যে অনুপ্রবশিত। এটি কোন এক বর্ণনাকারীর ভুল।" [হাদলি আরওয়াহ (১/৮৯)]

ঝাড়ফুঁক এমন মহৌষধ একজন মুমনিরে যা নিয়মিত গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

২। একজন মুসলিম নজিকে ও অন্যকে ঝাড়ফুঁক করার সময় শরয়িত অনুমোদিত যে দোয়াগুলো পড়তে পারেন সেগুলো অনেক। সে দোয়াগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম দোয়া ও আশ্রয়ণীয় হচ্ছে— সূরা ফাতহা।

- আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একদল সাহাবী এক সফরে বের হন। এক পর্যায়ে তারা এক বদুঈন মহল্লায় যাত্রা বরিত করলেন এবং মহল্লার লোকদের কাছে মহেমানদারি আবদার করলেন। তারা মহেমানদারি করতে অস্বীকৃত জানাল। ইতোমধ্যে মহল্লার সর্দারকে কোন কিছু কামড় দলি। তাকে সুস্থ করার জন্য তারা সব ধরণে চেষ্টা চালাল; কিন্তু কোন কাজ হল না। অবশেষে তাদের একজন বলল: এখানে যারা যাত্রা বরিত করছে আমরা তাদের কাছে যাই, হতে পারে তাদের কারো কাছে কোন কিছু থাকতে পারে। প্রস্তাবমত তারা এসে বলল: ওহে কাফলো! আমাদের সর্দারকে কিছু একটা কামড় দিচ্ছে। আমরা সব চেষ্টা করছি; কাজে আসেনি। তোমাদের কারো কাছে কি কিছু আছে? সাহাবীদের একজন বললেন: আল্লাহর শপথ! হ্যাঁ। আমি ঝাড়ফুঁক করি। তবে আমরা তোমাদের কাছে মহেমানদারি আবদার করছি, কিন্তু তোমরা আমাদের মহেমানদারি করনি। আল্লাহর কসম! আমি ঝাড়ফুঁক করব না; যদি না তোমরা আমাদের জন্য কোন সম্মানি নির্ধারণ না কর। অবশেষে একপাল মেষে দেওয়ার ভিত্তিতে উভয় পক্ষ একমত হল। সেই সাহাবী গিয়ে **الحمد لله رب العالمين** (তথা সূরা ফাতহা) পড়ে তার গায়ে খুশুসমতে ফুঁ দিতে লাগলেন। এক পর্যায়ে সর্দার লোকটি যেন বন্ধন থেকে মুক্ত হল, সে উঠে হাঁটা শুরু করল, যেন তার কোন রোগে নাই। বর্ণনাকারী বলেন: মহল্লাবাসী যে সম্মানি দেওয়ার চুক্তি করছিলি সটো

তাদেরকে প্রদান করল। তখন এক সাহাবী বললেন: বণ্টন করে ফলে। কিন্তু ঝাড়ফুককারী সাহাবী বললেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে যা ঘটছে সেটা বর্ণনা করার আগে বণ্টন করবে না। আমরা দেখি, তিনি আমাদেরকে কী নির্দেশ দেন। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসার পর তাঁকে ঘটনাটি জানাল। তখন তিনি বললেন: কীসে তোমাকে জানাল যে, এটি (সূরা ফাতহা) ঝাড়ফুকরে উপকরণ (রুকয়্যা)। এরপর বললেন: তোমরা ঠকিই করছে, ভাগ করে ফলে, তোমাদের সাথে আমাদেরও এক ভাগ দিও। এই বলে তিনি হিসেবে দলিলে।"[সহিহ বুখারী (২১৫৬) ও সহিহ মুসলিম (২২০১)]

- আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যখন অসুখ হত তখন তিনি 'মুআওয়যাতিত' পড়ে নজিকে নজি ফুক দতিনে। যখন তাঁর ব্যথা তীব্র হত তখন আমি 'মুআওয়যাতিত' পড়ে তাকে ফুক দতাম এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত দিয়ে মোছন করতাম; তাঁর হাতের বরকতের প্রত্যাশায়।"[সহিহ বুখারী (৪১৭৫)] ও সহিহ মুসলিম (২১৯২)]

হাদিসে উক্ত النفث (ফুক) মানে থুথু ছাড়া কামলভাবে ফুক দেওয়া। কারো কারো মতে, হালকা থুথুসহ ফুক দেওয়া।[এটি সহিহ মুসলিমের (হাদিস নং ২১৯২) ব্যাখ্যায় ইমাম নববীর বক্তব্য]

হাদিসে উদ্ধৃত ঝাড়ফুক করার দোয়াগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- উসমান বনি আবলি আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, ইসলাম গ্রহণের পর থেকে তার শরীরে একটা ব্যথা করে মরমে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অভিযোগ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: আপনার শরীরে যে স্থানে ব্যথা হচ্ছে সেখানে আপনার হাত রেখে তনিবার **بِسْمِ اللَّهِ** (বসিমিল্লাহ) বলুন এবং সাতবার বলুন: **أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَازِرُ** (আমি যে অনিশ্চি পাচ্ছি ও যে অনিশ্চিতে আশংকা করছি তা থেকে আল্লাহর ইজ্জত ও কুদরতের আশ্রয় প্রার্থনা করছি।) তরিমযিতি আরকেটু বাড়তি কথা আছে: "তিনি বলেন: আমি তা করলাম। ফলে আল্লাহ আমার সবে ব্যথা দূর করে দেন। এখনও আমি আমার পরিবারকে ও অন্যদেরকে এভাবে করার আদেশ দিই।"[আলবানী 'সহিহুত তরিমযিতি' গ্রন্থে (১৬৯৬) হাদিসটিকে সহিহ বলছেন]
- ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসান ও হুসাইনকে ঝাড়ফুক করতেন এবং বলতেন: নশ্চয় তোমাদের পিতা (অর্থাৎ ইব্রাহিম আঃ) এই দোয়া দিয়ে ইসমাইল ও ইসহাককে ঝাড়ফুক করতেন: **أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَةٍ** (অর্থ- আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীসমূহ দিয়ে প্রত্যেকে শয়তান, বিষধর প্রাণী ও প্রত্যেকে অনিশ্চিকর চক্ষু (বদনযর) থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।)[সহিহ বুখারী (৩১৯১)]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ
মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।